আজকের কাগজ

তারিখ 08 JUN 1995
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

45

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সিদ্ধান্তহীনতার কারণে সাড়ে ছয়'শ শিক্ষার্থীর ভবিষ্যত অনিশ্চিত

জেদ্দাস্থ বাংলাদেশ এমব্যাসি স্কুল ও কলেজটি প্রায় তের মাস যাবত কাণ্ডারীবিহীন তরীর ন্যায় অর্থাৎ অধ্যক্ষহীন অবস্থায় চলছে। প্রায় তের মাস পূর্বে কর্মরত অধ্যক্ষ ও একজন শিক্ষককে কোন কারণ না দেখিয়ে কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিকভাবে ডিসমিস করাতে তারা নিয়মানুসারে শিক্ষা বোর্ডে কেস ফাইল করে। বোর্ড তা গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করে এবং এ ব্যাপারে একটি কমিটিও গঠন করে। কমিটি তাদের প্রথম মিটিংয়ে হাজির হওয়ার জন্যে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ বা তার কোনো প্রতিনিধিকে পাঠানোর জন্যে স্কুলের প্রেসিডেন্ট ও কনসার্ল জেনারেল চিঠি প্রেরণ করেন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ঐসব "ছা পোষা" বোর্ডের চিঠিকে তুচ্ছ জ্ঞান করে কোনো প্রতিনিধি প্রেরণ বা জবাবদানের গরজও অনুভব করেননি। এরপর বোর্ড তাদের ৩/৪ টি চিঠিতে সবিনয়ে তাদের আইন-কানুন ব্যাখ্যা করে প্রেসিডেন্ট/কর্তৃপক্ষকে বোঝাতে চান যে, 'ডিসমিস বেআইনীভাবে করা হয়েছে।" এরপরও বোর্ড কমিটি কোনো সন্তোষজনক জবাব না পেয়ে গত ১৭.০৮.৯৪ (পত্র নং ২৮৯) তারিখ এই মর্মে এক নোটিস ইস্যু করেন যে, "আগামী ২১ দিনের মধ্যে চাকরিচ্যুতির কোনো ব্যাখ্যা না পাওয়া গেলে একতরফা ব্যবস্থা গৃহীত হবে" স্কুল কর্তৃপক্ষ এবার কড়া জবাব দেন পত্রিকায় "নতুন অধ্যক্ষ" নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিয়ে। বোর্ড ও তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন স্মারক নং ১০১ তারিখ, ১২.০১.৯৫ এর পত্রে এই বলে যে, "ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত চাকরিচ্যুত দু'জনের খালি পদে কোনো শিক্ষক নিয়োগ করা বেআইনী"। তারপর অনেকদিন চলে গেছে। স্কুল কর্তৃপক্ষ বোর্ডের চিঠিপত্রের কোনো পাত্তা দিচ্ছে না। বোর্ডের ২১ দিনের সর্বশেষ নোটিশের বয়স প্রায় ৯ মাস অতিবাহিত হলেও এই ব্যাপারে বোর্ড আজ পর্যন্ত কোনো সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। ফলে না ডিসমিসকৃত অধ্যক্ষ ও শিক্ষক চাকরিতে যোগদান করতে পেরেছে, না বর্তমান স্কুল কর্তৃপক্ষ নতুন অধ্যক্ষ/শিক্ষক নিতে পেরেছে। বোর্ডের এই সিদ্ধান্তহীনতার কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে প্রায় ছ'শ' পঞ্চাশ জন প্রবাসী শিক্ষার্থীর ভবিষ্যত। অতএব শিক্ষাবোর্ডের

কাছে অনুরোধ, দয়া করে আলোচ্য ব্যাপারটির মীমাংসা করবেন।

ক্ষতিগ্রস্তদের পক্ষে
কানিজ ফাতেমা
পোঃ বক্স নং ঃ ১৫৭২১
জেদ্দা, সৌদি আরব